জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
প্রবাসী কল্যাণ ভবন (১৩ তলা)
৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।
www.bfsa.gov.bd

বিষয়: আসন্ন ঈদ-উল-আযহা ২০১৯ উপলক্ষে কোরবানির মাংসের নিরাপদতা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহের কার্যক্রম সম্পর্কে আয়োজিত অংশীজনের(Stakeholders) সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোহাম্মদ মাহফুজুল হক চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
সভার স্থান	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এর সম্মেলন কক্ষ
সভার তারিখ ও সময়	১১ জুলাই ২০১৯ খ্রি. সকাল ১১:০০ মি:

সভায় অংশগ্রহণকারীদের তালিকা: পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য:

জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। পরিচিতি পর্ব শেষে সভাপতি সভা আহ্বানের প্রেক্ষাপট উপস্থাপন করেন। সভাপতি বলেন, আমাদের নিত্যদিনের অপরিহার্য খাদ্য তালিকায় প্রানিজ আমিষ যেমন মাছ, মাংস, ডিম ও দুধের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ এবং প্রতি বছর ঈদ-উল-আযহায় আমাদের দেশে প্রায় এক কোটির উপরে গবাদি পশু কোরবানি করা হয়। কোরবানির মাংসের নিরাপদতা নিশ্চিত করা আমাদের সবার দায়িত্ব। WHO এর হিসেব অনুযায়ী, আমরা যে সমস্ত জীবাণুঘটিত রোগে আক্রান্ত হই তার শতকরা ৬১ ভাগ রোগই জুনোটিক এবং গত এক যুগে যতগুলো নতুন রোগ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে শতকরা ৭৫ ভাগ রোগই জুনোটিক অর্থাৎ পশু থেকে মানুষ সংক্রমিত হচ্ছে। সংক্রমিত হওয়ার উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হচ্ছে;

১. পশু খামারে নিরাপদ পশুখাদ্য, জীব নিরাপত্তা, সঠিক স্বাস্থ্যব্যবস্থাপনার অপ্রতুলতা;
২. অসুস্থ পশুর সংস্পর্শে থাকা;
৩. অসুস্থ পশুর এন্টিবায়োটিক দ্বারা চিকিৎসা চলাকালিন সময়ে পশু জবাইয়ের পর ঐ পশুর মাংস ভক্ষন করা;
৪. অসুস্থ পশুর মাংস পারসোনাল হাইজিন না মেনে প্রস্তুত করা;
৫. সঠিক পদ্ধতিতে মাংস প্রস্তুত ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা না করা;
৬. কাঁচা মাংস ও রান্না করা মাংসের পুণ:দূষণ;
৭. মাংস ভালভাবে সিদ্ধ করে রান্না না করা;
৮. কাঁচা মাংস ও রান্না করা মাংস সঠিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ না করা।

এমতাবস্থায়, কোরবানির মাংসের নিরাপদতা নিশ্চিত করতে পশুখাদ্য উৎপাদন, পশুপালন, সরবরাহ, হাটবাজার থেকে ভোক্তা পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও এসোসিয়েশন সবার সমন্বিত উদ্যোগ আসন্ন ঈদে নিরাপদ মাংস নিশ্চিতকরণে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে বলে সভাপতি উল্লেখ করেন। তিনি সভা আয়োজনের উদ্দেশ্য তুলে ধরেন এবং পরবর্তী করণীয় বিষয়ে আলোচনা ও সুচিন্তিত মতামত প্রদানের জন্য সকলকে অনুরোধ জানিয়ে তিনি ডা. কুলসুম বেগম চৌধুরীকে আজকের সভার আলোচ্যসূচি তুলে ধরার জন্য অনুরোধ করেন। ডা. কুলসুম বেগম চৌধুরী আলোচ্যসূচি সভায় তুলে ধরেন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও এসোসিয়েশন এর ঈদ পূর্ববর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়ার জন্য অনুরোধ জানান।

আলোচ্যসূচি:

ক) পশু খামার মনিটরিং- নিবন্ধিত খামারে পশু স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও নিরাপদ উপায়ে কোরবানীর পশুপালনকারীদের তালিকা প্রণয়নসহ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম
খ) কোরবানির হাট ব্যবস্থাপনা ও কোরবানির বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহিত কার্যক্রম
গ) গবাদি পশুর প্রবেশে রোগজীবাণু রোধ ও সুস্থ-সবল গবাদি পশু অনুপ্রবেশে বিজিবি কর্তৃক গৃহিত কার্যক্রম
ঘ) প্রেসক্রিপশন ছাড়া এন্টিবায়োটিক, স্টেরয়েড ও হরমোন বিক্রি বন্ধ ও অযৌক্তিক ব্যবহার রোধে ব্যবস্থাপনা
ঙ) সুস্থ সবল পশু সঠিক উপায়ে কোরবানিকরনে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের করণীয়

চ) সুস্থ সবল পশুপালন, ক্রয়-বিক্রয় ও নিরাপদ মাংস নিশ্চিতকরনে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে করণীয় (বিএফএসএ, ডিএলএস, সিটি কর্পোরেশন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের, ডিজিডিএ ইত্যাদি) ।

আলোচনা ও মতামত:

১. প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, এ বছর গবাদি পশু হৃষ্টপুষ্টকরণের সাথে জড়িত নিবন্ধিত খামারের সংখ্যা সভায় উপস্থাপন করেন। খামারে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহিত কার্যক্রম যেমন পশু খামার মনিটরিং- পশু স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে কিছু ধারণা প্রদান করেন এবং পরবর্তীতে সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে লিখিতভাবে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে অনুরোধ জানান।

২. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বলেন, সংবাদ মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে, ক্ষতিকর ঔষধ গবাদি পশু হৃষ্টপুষ্টকরনে ব্যবহার করা হচ্ছে যা জনমনে উদ্বেগের সৃষ্টি করছে। এ বিষয়ে আমরা কি ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারি তার সম্পর্কে সভায় তিনি মতামত জানতে চান। এ বিষয়ে ডেইরী ফার্মারস এসোসিয়েশন বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি জনাব মো. এমরান আহমেদ বলেন, তাদের নিবন্ধিত খামারে তারা নিরাপদ কোরবানির জন্য নিরাপদ গবাদি পশু নিশ্চিত করছেন। এবিষয়ে বাংলাদেশ মারজিনাল ডেইরী এন্ড বিফ ফ্যাটেনিং সোসাইটির প্রতিনিধি জনাব নাহিনুর রহমান বলেন যে, একটি রেপিড টেস্ট কিট আছে যার মাধ্যমে আমরা গবাদি পশুতে ষ্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ দেয়া হয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করতে পারব। এ বিষয়ে জনাব মো: মাহবুব কবীর, সদস্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বলেন আমরা এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গত বছরের মত এবছর ও যেন ষ্টেরয়েড টেষ্ট করে এর রিপোর্ট বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন তার অনুরোধ জানান।

৩. ডেইরী ফার্মারস এসোসিয়েশন বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি জনাব মো: এমরান আহমেদ আরও জানান, ফার্মেসী কর্তৃক অনিবন্ধিত ক্ষতিকর ঔষধ গবাদি পশু হৃষ্টপুষ্টকরণে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং অসচেতন মৌসুমী খামারীরা কম সময়ে বেশী লাভের আশায় তা ব্যবহার করছে। জনাব মো: মাহবুব কবীর, সদস্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ আরও বলেন, পশু খাদ্য উৎপাদনকারীরা ও বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর রাসায়নিক পশু খাদ্যের সাথে মেশাচ্ছে। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে মৌসুমি খামারীদের চিহ্নিতকরণ অনিবন্ধিত ফিড মিল গুলো বন্ধ ও ফার্মেসী কর্তৃক অনিবন্ধিত ক্ষতিকর ঔষধ বিক্রয় নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ জানান।

৪. র‍্যাব প্রতিনিধি জানান, মোবাইল কোর্ট আইনের অধীন মৎস্য খাদ্য ও পশু খাদ্য আইন, ২০১০, পশুরোগ আইন, ২০০৫ এবং কোয়ারেন্টাইন আইন, ২০০৫ রয়েছে এবং আমরা এর অধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সহায়তায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছি এবং ঈদের পূর্বেও আমরা মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করব। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ জরুরী ভিত্তিতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে নিবন্ধনকৃত খামারের তালিকা বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে বলেন।

৫. বিজিবি প্রতিনিধি জানান, সীমান্ত এলাকায় আমরা প্রাণিচিকিৎসকের সহায়তায় আমদানীকৃত গবাদিপশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে থাকি তারপর করিডোরে রেজিস্ট্রি হলে আমরা গবাদি পশু দেশের মধ্যে প্রবেশ করতে দেই। এবং কোন ভাবেই যাতে অসুস্থ গবাদি পশু এবং অনিবন্ধিত ঔষধ সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করতে না পারে তার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ আমরা গ্রহণ করব।

৬. সিটি কর্পোরেশন প্রতিনিধি জানান, প্রতি বছরের মত এ বছরও তারা তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে, যেমন, মেডিক্যাল টিমকে সহায়তা, হাট ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। কোরবানীর হাটে যেন কোন অসুস্থ পশু প্রবেশ করতে না পারে এবং খামারে ও যাতে কোন ক্ষতিকর ঔষধ ব্যবহার করতে না পারে সে দিকে সিটি কর্পোরেশন এবং ফার্মেসী কর্তৃক যাতে অনিবন্ধিত ঔষধ বিক্রয় না হয় সে বিষয়ে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরকে নজরদারী বাড়াতে অনুরোধ করেছেন চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

৭. ডেইরী ফার্মারস এসোসিয়েশন বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি, দেশের দূর দূরান্ত থেকে আনীত পশু অনেক সময় দীর্ঘক্ষণ পরিবহনের জন্য অসুস্থ হয়ে যায়, তারা যেন খুব কম সময়ে কোরবানীর হাটে পশু পরিবহন করে পৌছাতে পারেন এ বিষয়ে সহযোগিতা চান। র‍্যাব এর প্রতিনিধি তাকে এ বিষয়ে পুলিশ হেড কোয়ার্টারে চিঠি লিখে সহযোগিতা চাইতে বলেন।

৮. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বলেন আমরা বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ থেকে নিরাপদ উপায়ে পশুপালন, ক্রয়-বিক্রয়, জবাই ও প্রস্তুতকরণে বিভিন্ন ধরনের সচেতনতা কার্যক্রম যেমন, খামারীদের প্রশিক্ষণ, গণবিজ্ঞপ্তি প্রচার, লিফলেট বিতরণ, মোবাইল মেসেজ, টেলিভিশনে ভিডিও সম্প্রচার, পরিদর্শন, ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করছি। তিনি ঈদ-উল-আযহায় নিরাপদ মাংস নিশ্চিত করার জন্য সবাইকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

আলোচনার প্রেক্ষিতে গৃহিত সিদ্ধান্ত:

১. প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এ বছর গবাদি পশু হৃষ্টপুষ্টকরণের সাথে জড়িত নিবন্ধিত খামারের তালিকা সহ ঈদ-উল-আযহার সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে লিখিতভাবে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে অনুরোধ জানান।

২. প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গত বছরের মত এবছরও ষ্টেরয়েড টেষ্ট করে এর রিপোর্ট বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবে।

৩. প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর মৌসুমি খামারীদের চিহ্নিতকরণ, অনিবন্ধিত ফিড মিল গুলো বন্ধ ও ফার্মেসী কর্তৃক অনিবন্ধিত ক্ষতিকর ঔষধ বিক্রয় নিয়ন্ত্রনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৪. র‍্যাব মোবাইল কোর্ট আইনের অধীন মৎস্য খাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ পশুরোগ আইন, ২০০৫ এবং কোয়ারেন্টাইন আইন, ২০০৫ রয়েছে এবং এর অধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সহায়তায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করবে।

৫. বিজিবি অসুস্থ গবাদি পশু এবং অনিবন্ধিত ঔষধ সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করতে না পারে তার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৬. সিটি কর্পোরেশন কোরবানীর হাটে যেন কোন অসুস্থ পশু প্রবেশ করতে না পারে এবং খামারেও যাতে কোন ক্ষতিকর ঔষধ ব্যবহার করতে না পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৭. ফার্মেসী কর্তৃক যাতে অনিবন্ধিত ঔষধ বিক্রয় না হয় সে বিষয়ে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৮. ইসলামিক ফাউন্ডেশন সুস্থ সবল পশুপালন, ক্রয়-বিক্রয় ও নিরাপদ মাংস নিশ্চিতকরণে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৯. সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোহাম্মদ মাহফুজুল হক)
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
ও
সভাপতি

নম্বর: ১৩.০২.০০০০.৫০৭.১৮.০০১.১৯-

তারিখ: / ০৭/২০১৯ খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। আইজিপি, পুলিশ হেড কোয়ার্টার, ঢাকা।
৩। সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। মহাপরিচালক, র‍্যাব, র‍্যাব ফোর্সেস সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, ঢাকা ।
৭। মহাপরিচালক, বি.জি.বি ঢাকা।
৮। মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৯। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।
১০। মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগার গাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
১১। প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ / ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১২। সদস্য (সকল), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।
১৩। সচিব, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।
১৪। পরিচালক (সকল), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।
১৫। সভাপতি, ফিড ইন্ডাস্ট্রি এসোসিয়েশন বাংলাদেশ, গুলশান, ঢাকা।
১৬। সভাপতি, বাংলাদেশ ডেইরী ফার্মারস এসোসিয়েশন, ঢাকা।
১৭। কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ মারজিনাল ডেইরী এন্ড ফ্যাটেনিং ফারমার্স সোসাইটি, বসিলা গারডেন, দয়াল হাউজিং, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
১৮। ডা. কুলসুম বেগম চৌধুরী, ন্যাশনাল কনসালটেন্ট, আইএফএসবি প্রকল্প, এফএও, ঢাকা।

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য):

১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।
২। ন্যাশনাল টিম লিডার, এফএও, ঢাকা।

(সমীর কুমার বিশ্বাস)
উপসচিব